সমকাল

তারিখ 17 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ০৫

আসাদুজ্জামান নুর সাকিব

সব ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নই ফাঁস করে ইসমাম-সাকিব চক্র

■ ইন্দ্রজিৎ সরকার

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি- সব পরীক্ষার প্রশ্নই ফাঁস করে ইসমাম-সাকিব চক্র। অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসব প্রশ্ন কেনাবেচা হয়। ফেসবুকের ইনবক্স মেসেজে দেওয়া হয় প্রশ্ন। টাকা নেওয়া হয় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। গত বছর মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে মাথাপিছু সাত লাখ টাকায়। এবারের এসএসসি পরীক্ষার 'আসল প্রশ্ন'ও তাদের পাওয়ার কথা ছিল। সংশ্লিষ্ট মহলে কড়াকড়ির কারণে সেটি আর ঘটেনি। এ কারণে ভুয়া প্রশ্ন তৈরি করে তা সরবরাহ করেছে তারা। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য জানিয়েছেন প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত কলেজছাত্র আসাদুজ্জামান নূর সাকিব। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

সব ভর্তি পরীক্ষার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পরে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে তিনি নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্বীকার করে চক্রের হোতাসহ দু'জনের নামও জানিয়েছেন। এসএসসির ভুয়া প্রশ্ন সরবরাহের অভিযোগে ১১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণখানের মোল্লারটেক এলাকা থেকে সাকিবকে গ্রেফতার করে ডিবি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, মনিটরিং সেলের তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। গত রোববার সাকিব ঢাকা মহানগর হাকিম শাহরিয়ার মাহমুদ আদনানের আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক নিবারণ চন্দ্র বর্মণ সমকালকে বলেন, এই চক্রটি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত। সংশ্লিষ্ট অসাধু মহলের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্ন তারা ফাঁস করে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয় মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রশ্ন।

জবানবন্দিতে তিতুমীর কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সাকিব উল্লেখ করেছেন, বন্ধু প্রীতমের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের হোতা ইসমামসহ দু'জনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারা জানান, 'ইবিডি ২৪ ডটকম' নামে একটি সাইট থেকে সাজেশন নামিয়ে তা থেকে নকল প্রশ্নপত্র তৈরি করা যাবে। এরপর তাদের সহযোগিতায় সাকিব প্রশ্ন তৈরি এবং ফেসবুকে রিয়াজুল ইসলাম লিটন নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে তা বিতরণ করেন। ইসমাম একটি মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেন সাকিবকে। ওই অ্যাকাউন্টে প্রশ্নের ক্রেতারা টাকা পাঠাতেন। অবশ্য সাকিব জবানবন্দিতে দাবি করেছেন, সব টাকা ইসমাম ও তার সঙ্গী তুলে নিতেন। এই দু'জন ছাড়া চক্রের আর কাউকে তিনি চেনেন না।

তদন্ত সূত্র জানায়, সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বেশ কঠিন হওয়ায় বিত্তশালী কেউ কেউ ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়া সহজ হলেও খরচ অত্যন্ত বেশি। সেই চিন্তা থেকে অনেকে সাত লাখ টাকা দিয়ে এই ধরনের চক্রের কাছ থেকে সরকারি মেডিকেলের ভর্তির প্রশ্ন কিনতে দ্বিধা করেন না।